



ববাহতি মহলিা দকিে শাঁখা-পলা, সদির এবং লোহা ধারণ করা উচতি কনে ???

ববাহতি মহলিা দকিে শাঁখা-পলা, সদির এবং লোহা ধারণ করা উচতি কনে ???

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মও ববাহতি মহলিারা শাঁখা-পলা ব্যবহার করেনে স্বামীর মঙ্গল কামনায। শাঁখা-পলা এক জন মহলিার ববাহকি জীবনরে চহিন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, শাঁখা-পলা ছাড়া বযি়ে অসম্পূর্ণ থেকে য়। হিন্দু ধর্মরে প্রতটি বযি়রে পছেনইে কোন না কোন নগিট. অর্থ বদিযমান।

তমেনি শাঁখা-পলা, সদির আর লোহা আমাদরে হিন্দু ববাহতি নারীরা পরে আসছে অনেক আগে থেকে। তবে বর্তমানে এগুলা না পরা অনেকেটা আধুনিকিতার স্বরূপ হয়ে দাড়াচ্ছে কারো কারো কাছে। তাই আসুন আজ আমরা দেখে নেই শাঁখা সদির ও লোহা পরার কারন আর কনে এটা পরা উচতি।

শাঁখা-পলা, সদির ও লোহা ব্যবহাররে তনিটি কারণ আধ্যাত্মকি, সামাজকি ও বৈজ্ঞানকি।

আধ্যাত্মকি কারণ : শাঁখার সাদা রং- সত্ত্ব, সদিররে লাল রং -রজঃ এবং লোহার কাল রং- তম গুণরে প্রতীক। সংসারী লোকরো তনিটি গুণরে অধীন হয়ে সংসারধর্ম পালন করে।

সামাজকি কারণ : তনিটি জনিসি পরধান করলে প্রথম দৃষ্টিতেই জানযি়ে দেযে, ঐ রমণী একজন পুরুষরে অভিব্যক্তবে আছেন। সে কারণইে অন্য পুরুষরে লোভাতুর, লোলুপ

দৃষ্টি প্রতিহত হয়। স্বামীর মঙ্গল চহিন তো অবশ্যই।

বৈজ্ঞানিক কারণ : রক্তের ৩টি উপাদান শাখায় ক্যালসিয়াম, স্ফিউর মারকারি বা পারদ এবং লোহায আয়রণ আছে। রক্তের ৩টি উপাদান। আর্য ঋষিগণ হিন্দু ধর্মের প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানেই বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রধান্য দিয়ে আচার বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন।

যুক্তগিত ভাবে পলার বশে কিছু দ্রব্যগুণ আছে। শরীরে রক্তাল্পতার মতো সমস্যা রুখতে বা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পলার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। সেই কারণেই পলা পরা হয়। এমনকি এই ক্ষেত্রে পলা ভেজানো জলও বশে উপকারী। আবার এও বলা হয় যে, পলা ধারণ করলে মহিলাদের রজঃস্রাবজনিত সমস্যার নির্যবণ হয়।

তাই যদি কেউ নিজেকে কর্মকাণ্ডের ও সামাজিকভাবে এবং শাস্ত্রগতভাবে উপযুক্ত মানুষ এবং মানুষত্বের রাস্তায় চলার সন্ধান নখে তাহলে যে কোন বিবাহিত মহিলাকে এগুলি অবশ্যই ধারণ করা উচিত । কারণ কর্মকাণ্ড হোক জ্ঞান কাণ্ড হোক ভক্তযোগ হোক স্বাস্থ্য অনুসারে না চলে নিজের বুদ্ধিতে চললে অবশ্যই তার দুর্গামি পরিণাম নিজেকে এবং সামাজিকভাবে এবং প্রকৃতিগতভাবে এবং পরিবারকেও ভোগ অবশ্যই করতে হয়। তাই মানুষত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ড বা সামাজিক নিবন্ধন যুক্ত শাস্ত্রীয় যে বিধান তাকে মনে চলা প্রত্যেকের পরম কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ।